



জনতা ব্যাংককে তলানিতে ফেলে ক্রিসেট গ্রুপকে ঋণ

পত্রিকার নাম :
পৃষ্ঠা নং :

১৫ কর্মকর্তাসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে দুদক

সাইক বাবুল

খেলাপি গ্রাহক ক্রিসেট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে নিয়মনীতি ত্যাগ করা না করে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয়া এবং সেই ঋণের টাকা উত্তোলন করে পাচারের মাধ্যমে আত্মসাতের সঙ্গে জনতা ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তা এবং ক্রিসেট গ্রুপের ৭ জনসহ

**৫ প্রতিষ্ঠানের নামে
নেয়া হয়েছে ঋণ
১৭৪৫ কোটি টাকা
আত্মসাতের তথ্য
পেয়েছে দুদক**

সোদারওয়্যার লি. রিমেক্স ফুটওয়্যার লি. নামে ক্রিসেট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা ঋণ নেয়া হয়েছে ভাগাভাগি করে। দুদকের অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, ঋণ খেলাপি থাকা সত্ত্বেও ক্রিসেট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে ১৭৪৫ কোটি ঋণ দেয়া এবং সেই ঋণের টাকা

২২ জনকে চিহ্নিত করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ওই ২২ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ৫টি মামলার প্রস্তুতিও নিয়েছে দুদক। মূলত জনতা ব্যাংককে তলানিতে ফেলে ঋণ খেলাপি হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত ক্রিসেট গ্রুপকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা পাইয়ে দিতে জনতা ব্যাংকের একটি বড় গ্রুপ কাজ করেছে। ক্রিসেট গ্রুপকে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে কোন নিয়মই অনুসরণ করেনি রঞ্জিত জনতা ব্যাংক। ক্রিসেট গ্রুপের ৫টি প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ দিয়ে জনতা ব্যাংককে তলানিতে (আর্থিক ঝুঁকিতে) ফেলা হয়েছে বলে মনে করছেন দুদকের অনুসন্ধানকারী টিমের সদস্যরা। ক্রিসেট লেডার প্রডাক্ট লি., ক্রিসেট ট্যানারিজ লি., গোসকো লি. রূপালি কম্পোজিট

আত্মসাতপূর্বক বিদেশে পাচারের অভিযোগে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তদন্ত শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত ২ এর পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হাসানের তত্ত্বাবধানে সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানকে টিম লিডার করে এবং সহকারী পরিচালক মো. নিয়ামুল আহসান গাভীকে সদস্য করে দুই সদস্যের অনুসন্ধান টিম গঠন করে কমিশন। দুদকের পাশাপাশি তত্ত্ব ও গোয়েন্দা অধিদপ্তর এ বিষয়ে তদন্ত করে। এ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকও একটি প্রতিবেদন দেয়। দুদকের অনুসন্ধানের মধ্যে শুধু গোয়েন্দা অধিদপ্তর তদন্ত করে ঋণ জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ১৭ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রস্তুতি : নিচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে। ওই মামলায় ক্রিসেট গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রেফতার হয়ে জেলে থাকলেও বাকি আসামিরা শ্রেফতার হয়নি। এর মধ্যে দুদকের অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান অনুসন্ধান শেষে ক্রিসেট গ্রুপের ঋণগ্রহণকারী ৫ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ক্রিসেট গ্রুপের ৭ জন এবং জনতা ব্যাংকের ১৫ জনসহ মোট ২২ জনের বিরুদ্ধে ৫টি মামলা করার সুপারিশ করা হয়েছে। শীঘ্রই পৃথক পৃথকভাবে ৫টি মামলা করা হবে।

দুদক সূত্র জানায়, ঋণ খেলাপি হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত জনতা ব্যাংকের গ্রহক ক্রিসেট গ্রুপকে নিয়মনীতি ত্যাগ করা না করেই জনতা ব্যাংকের একটি গ্রুপ ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এ ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে জনতা ব্যাংকের যেসব কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট পাপেরা গেছে তারা হলেন মো. রঞ্জিত জনতা ব্যাংকের গ্রুপে আবদুল্লাহ আল মামুন, পরীক্ষণকারী মো. মনিরুজ্জামান, ঋণ সুপারিশকারী এসসও মো. সাইদুলজামান, পিও অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ রুহুল আমীন, এসপিও মো. মাগরেব আলী, ব্যবস্থাপক শায়রুল আমিন এজিএম মো. আতাউর রহমান সরকার, সাবেক ডিজিএম রেজাউল করিম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি), শাখা প্রধান মুহাম্মদ ইকবাল, এক্রেম আনাদুলজামান, প্রধান কার্যালয়ের ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, সাবেক জিএম মো. জাকির হোসেন (বর্তমানে ডিএমডি, সোনালী ব্যাংক লি.) এবং ফররুল আলম (বর্তমানে ডিএমডি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লি.) ডিজিএম এএসএম শরিফুল ইসলাম এবং সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার বাহারুল আলম।

এছাড়া জালিয়াতি করে ঋণগ্রহণ ও তা উত্তোলন করে বিদেশে পাচারের সঙ্গে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ক্রিসেট গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ক্রিসেট গ্রুপের পোডাক্টের চেয়ারম্যান এমএ কাদের, চেয়ারম্যান, পরিচালক মিসেস সুলতানা বেগম, রেজিষ্টার বেগম, রিমেক্স ফুটওয়্যার লি. এর চেয়ারম্যান মো. আবদুল আজিজ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস লিটন জাহান মীরা, এবং মের্সার গোসকো লি. এর পরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ। এই ১৮ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাত ও ক্ষমতার অপব্যবহার করার প্রমাণ পেয়েছে দুদকের অনুসন্ধানকারী টিম। অনুসন্ধানকারী টিম এ ১৮ জনকে আসামি করে শীঘ্রই মামলা প্রস্তুতি নিয়ে রয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে মামলা দায়ের করবে দুদকে অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান। এরই মধ্যে ১৮ জনের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। দুদক সূত্র জানায়, স্মার রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে এফডিবিপি ও পাবলিক ক্রেডিটের জন্য ক্রিসেট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক লি. ইমামগঞ্জ শাখা থেকে উক্ত টাকা উত্তোলন করে আত্মসাত করার অভিযোগে ক্রিসেট গ্রুপের ক্রিসেট লেডার প্রডাক্ট লি., ক্রিসেট ট্যানারিজ লি., গোসকো লি. রূপালি কম্পোজিট সোদারওয়্যার লি. রিমেক্স ফুটওয়্যার লি. এর বিরুদ্ধে ঋণগ্রহণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ক্রিসেট লেডার প্রডাক্ট লি. ৫০০.৬৯.৪৪.৮৯৯ টাকা, ক্রিসেট ট্যানারিজ লি. ৬৮.৩৪.৯৫.১২০ টাকা, গোসকো লি. ৭৪.৩৮.৯৫.৩৫৯ টাকা, রূপালি কম্পোজিট সোদারওয়্যার লি. ৪৪.৪১.১০.৮৭.৩৮৪ টাকা এবং রিমেক্স ফুটওয়্যার লি. ৬৪৮.১২.৫৬.৭৪৭ টাকা ঋণের নামে উত্তোলন করেছে ব্যাংকের শাখা থেকে। দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জনতা ব্যাংক লি. এর ইমামগঞ্জ শাখার গ্রাহক অসং উদ্দেশ্যে প্রতারণার মাধ্যমে স্মার রঞ্জিত ব্যাংকে দাখিল করে মালামাল রঞ্জিত না করেও তা বিক্রীতে জনতা ব্যাংক লি. হতে (এফডিবিপি+পাবলিক ক্রেডিট) এর স্মারভালে উক্ত টাকা নগদে উত্তোলন করে আত্মসাত করেছেন। অপরদিকে, জনতা ব্যাংক কর্মকর্তারা অসং উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজেরা লাভবান হয়ে এবং গ্রাহককে লাভবান করে জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাদি উলঙ্ঘন করে ঋণগ্রহণকারী না হওয়া শর্তও স্মার রঞ্জিত বিল ত্রয় করে গ্রাহককে উক্ত পরিমাণ টাকা আত্মসাত করেন। অসং উদ্দেশ্যে অপরাধজনক বিধানভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়ের শর্তাদি

বাবদ জনতা ব্যাংক লি. থেকে টাকা উত্তোলন করে স্মার রঞ্জিত বিলের বিপরীতে (এফডিবিপি+পাবলিক ক্রেডিট) বাবদ প্রদত্ত ক্রিসেট গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় মোট ১৭৪৫ কোটি জনতা ব্যাংক লি. থেকে উত্তোলনের মাধ্যমে আত্মসাতপূর্বক অপরাধ করেছে। মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯/১০৯/১২০/৪৬৭/৪৭১ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় পাঁচটি মামলা রুজু করা হবে।

দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে সেলস কন্ট্রোলার বিপরীতে রঞ্জিত বিল ত্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুর ক্ষমতার উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক সন্তোষজনক ক্রেডিট রিপোর্ট সম্পূর্ণ বিদেশি তৈরার দৃঢ় রঞ্জিত চুক্তির বিপরীতে ক্রেডিট রঞ্জিত দলিল ত্রয় করার ক্ষেত্রে প্রথম লেনদেনের পূর্বে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। তাছাড়া, সেলস কন্ট্রোলার সঠিকতা নিশ্চিত হওয়া, তিন মাস অন্তর অন্তর ব্যাংকের ক্রেডিট রিপোর্ট সজ্ঞহ করত, তা সন্তোষজনক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা, রঞ্জিত বিল নিশ্চিত করা, রঞ্জিত বিল নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাবাসিত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, কোন বিল অপ্রত্যাবাসিত থাকা অবস্থায় নতুন বিল ত্রয় না করার মতো শর্তও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আরোপ করা হয়। কিন্তু শাখা কর্তৃক সেলস কন্ট্রোলার বিপরীতে রঞ্জিত বিল ত্রয়কালে উপরোক্ত নির্দেশাবলি পরিপালিত হয়নি। বিলের বিপরীতে এফডিবিপি স্মার সৃষ্টি হয়েছে মর্মে শাখা কর্তৃক উল্লেখ করা হলেও বিল অফ এন্ডচেঞ্জ এ আমদানিকারকের স্বীকৃতি না থাকায় তা প্রকৃত অর্থে বিলে পরিণত হয়নি। ফলে, ইমামগঞ্জ শাখা কর্তৃক নিয়মবিরুদ্ধভাবে গ্রাহককে ৩৪৭.৫৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সেলস কন্ট্রোলার বিপরীতে রঞ্জিত মূল্য পরিশোধে ত্রয় আদেশ প্রদানকারী জনতা ব্যাংকের কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় ৩৪৭.৫৩ কোটি টাকা প্রত্যাবাসনের অনিশ্চয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গাইড লাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন, ২০০৯ ও এফই সার্কুলার নং : ৪/২০০৬ নির্দেশনা মোতাবেক এফসিআর এর বিপরীতে বিল নেগোসিয়েশন শর্ত সেলস কন্ট্রোলার উল্লেখ না থাকার পরও ক্রেডিট ফরওয়ার্ডার ওয়াইড ওয়াইড শিপিং লাইন ও ইউরো এশিয়া শিপিং লাইন কর্তৃক ইস্যুকৃত এফসিআর এর বিপরীতে রঞ্জিত বিল ত্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, এলসি'র বিপরীতে রঞ্জিত বিল ত্রয়ের ক্ষেত্রে বিলের বিপরীতে এফডিবিপি স্মার সৃষ্টি হয়েছে মর্মে ইমামগঞ্জ শাখা কর্তৃক উল্লেখ করা হলেও রঞ্জিত মূল্য পরিশোধে ইস্যুিং ব্যাংকের স্বীকৃতি না থাকায় তা প্রকৃত অর্থে বিলে পরিণত হয়নি। কোন কোন এলসিতে ডকুমেন্ট প্রেক্ষেতশনের সঙ্গে অরিজিনাল বিল অফ লেডিং দাখিল করার শর্ত থাকলেও তা দাখিল ব্যতিক্রমেই নেগোসিয়েটেড ব্যাংক কর্তৃক বিল ত্রয় করা ইস্যুিং ব্যাংক কর্তৃক ডিসক্রিপশি হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। এর ফলে জনতা ব্যাংকের আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে।

শাখার সংশ্লিষ্ট কতিপয় সুইফট মেসেজ পর্যালোচনার দেখা যায় যে, অধিকাংশ রঞ্জিত বিলসমূহ অটোপর্ণ হওয়ায় ইস্যুিং ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ডিসক্রিপশি নোটিশ শ্রেণণ করা হলেও শাখা কর্তৃক তা আত্মসাত শিিয়েই বিল ত্রয় করা হয়েছে। গাইডলাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন, ২০০৯ ও এফই সার্কুলার নং : ০৪/২০০৬ নির্দেশনা মোতাবেক এফসিআর এর বিপরীতে বিল নেগোসিয়েশনের শর্ত সেলস কন্ট্রোলার/এলসিতে উল্লেখ না থাকার পরও ক্রেডিট ফরওয়ার্ডার ওয়াইড ওয়াইড সুইপিং লাইন, ইউরো এশিয়া সুইপিং লাইন কর্তৃক ইস্যুকৃত এফসিআর এর বিপরীতে রঞ্জিত ডকুমেন্ট ত্রয় করা হয়েছে। অধিকাংশ এলসি'র শর্ত মোতাবেক ডকুমেন্ট প্রেক্ষেতশনের সঙ্গে অরিজিনাল বিল অফ লডিং পারসিপমেট ইন্সপেকশন, কোরিয়ার রিসিট সুইফট ম্যাসেজের কপি, কাসি অফ অরিজিনাল সার্টিফিকেট দাখিল করার শর্ত থাকলেও তা রঞ্জিতকারক ক্রিসেট গ্রুপ কর্তৃক পরিপালন না করেই রঞ্জিত বিল দাখিল করা হয় এবং জনতা ব্যাংক কর্তৃক তা ত্রয় করে জনতা ব্যাংক থেকে বিলুল পলিশ্যল ঋণ অদায়্যে সরিয়ে নেয়া হয়। এছাড়া, হংকং, পাইল্যান্ড ও দুবাই এ দিবকিত সান গাওয়াল সোদার ক্রফট বিউ লাই ডা ট্রেডিং কো. লি. মার্চেন্ট ট্রেড জেনারেল কর্পোরেশন কো. লি. ব্রাইট ডিউ জেনারেল ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের সবই আফ্রিকান দেশ গাথিয়ার ব্যাংক অফিও ক্রেডিট ব্যাংক লি. কর্তৃক ১১৭৫৫



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম :
পৃষ্ঠা নং :

দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ : 09 FEB 2019

আমানত দ্বিগুণ বেড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক •

বাড়তি খরচ ছাড়াই এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দোরগোড়ায় সেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এতে দ্রুত প্রসার হচ্ছে এ সেবা। ফলে ব্যাংকগুলোর শাখা ও গ্রাহকের সঙ্গে দ্রুত বাড়ছে আমানত। এরই মধ্যে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে আমানত দ্রুত প্রসার হচ্ছে। গত এক বছরে আমানত দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে দ্রুত ডিসেম্বরে ৩ হাজার ১১২ কোটি টাকায় তৈরি হয়েছে। হারে বেড়েছে এজেন্ট ও অ্যাকাউন্টের সংখ্যাও। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ব্যাংকিং সেবাবিহীন জনগোষ্ঠীকে কম খরচে সেবার আওতায় আনতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পর এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালা জারির পরের বছর ব্যাংক এশিয়া প্রথমে এ সেবা চালু করে। এর

দ্রুত প্রসার হচ্ছে
এজেন্ট ব্যাংকিং
সেবা

মাধ্যমে এজেন্ট পয়েন্ট থেকে আমানত সংগ্রহ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, সুবিধাভোগীর কাছে রেমিট্যান্সের অর্থ পৌঁছে দেওয়া, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় ভাতাভোগীকে অর্থ প্রদান,

অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স জানা, অ্যাকাউন্ট খুলার সুবিধা, ডেবিট ও ডেবিট কার্ডের আবেদন ফরম এবং টেক বই সংগ্রহ করতে পারেন গ্রাহকরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর শেষে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১১২ কোটি টাকা। তিন মাস আগেও এই আমানত ছিল ২ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা। এক বছর আগে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ১ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা। এই হিসাবে গত তিন মাসে আমানত বেড়েছে ৫৩৫ কোটি

■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

আমানত দ্বিগুণ বেড়ে ৩ হাজার কোটি

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) টাকা বা প্রায় ২১ শতাংশ। আর এক বছরে আমানত ১ হাজার ৭১৩ কোটি টাকা বা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এককভাবে সবচেয়ে বেশি আমানত থাকা আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে রয়েছে ৯২৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংকে রয়েছে ৮২৭ কোটি টাকা। আর ব্যাংক এশিয়ায় রয়েছে ৬৯৬ কোটি টাকা। আমানত সংগ্রহে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক সবচেয়ে এগিয়ে থাকলেও এজেন্ট ও আউটলেট বিবেচনায় এগিয়ে আছে ব্যাংক এশিয়া। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত সব ব্যাংক মিলে ৪ হাজার ৪৯৩ এজেন্টের বিপরীতে আউটলেট রয়েছে ৬ হাজার ৯৩৩টি। এর মধ্যে ব্যাংক এশিয়ার আউটলেট আছে ২ হাজার ৫৬৬টি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংকের আউটলেট রয়েছে ২ হাজার ১৫০টি। পর্যায়ক্রমে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের রয়েছে ৫৬৩টি, ইসলামী ব্যাংকের ৩০৫টি, মধুমতি ব্যাংকের ২৮১টি। এ ছাড়া আল-আরাফাহ ইসলামী ও অগ্রণী ব্যাংকের রয়েছে ২০০টি করে আউটলেট।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে সব মিলিয়ে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ লাখ ৫৭ হাজার। তিন মাস আগে যা ছিল ২০ লাখ ২৯ হাজার। আর এক বছর আগে মোট অ্যাকাউন্ট ছিল ১২ লাখ ১৪ হাজার। এই হিসাবে এক বছরে অ্যাকাউন্ট দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। আর তিন মাসে বেড়েছে ২১ শতাংশ। এসব অ্যাকাউন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১১ লাখ ৮৭ হাজার রয়েছে ডাচ-বাংলা ব্যাংক; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭ লাখ ৪৯ হাজার অ্যাকাউন্ট রয়েছে ব্যাংক এশিয়ায়; তৃতীয় সর্বোচ্চ ১ লাখ ৩৬ হাজার অ্যাকাউন্ট রয়েছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে।



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

09 FEB 2019

পত্রিকার নাম :
পৃষ্ঠা নং :

The Financial Express

Savers walk a tightrope as NSC sales go online

Arafat Ara

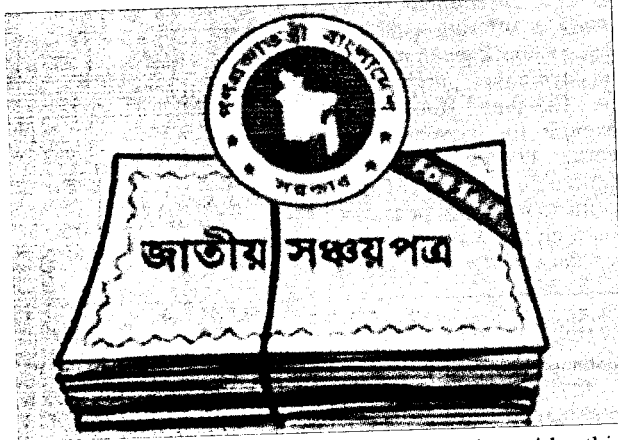
Many savers find themselves in a difficult situation while purchasing national savings certificates (NSCs) via the newly-introduced online database system.

Since many of them are not familiar with the online process and have no electronic Tax Identification Number (e-TIN), they cannot purchase such tools in particular outlets, according to officials and savers.

The government launched savings certificates online database named 'National Saving Certificates Online Management System' last week. The initiative was taken to check the violation of limit of savings certificates and identify the genuine investors.

The online database was launched on a pilot basis at the headquarters of Bangladesh Bank, General Post Office (GPO) in Dhaka, Sonali Bank local office at Motijheel, and National Savings Bureau at Gulistan.

If the project is successful, all outlets will be brought under the system, said officials at the Department of National



Savings (DNS).

On a visit to Dhaka General Post Office and Sonali Bank booths, savers said they have no e-TINs and also bank accounts, so they cannot buy savings certificates.

But some of them said they are happy with the system as they will get yield through bank accounts.

"It is a good initiative as yield of the savings certificates will be sent to the respective accounts of savers," said Ahsan Habbib, an investor in this sector.

He faces hassles in bringing savings certificates' vouchers every month to draw profits, he said.

But Amena Begum, a housewife, said she feels

uncomfortable with this system that is creating extra troubles as many of the small savers have no e-TIN numbers.

"I will purchase a savings certificate, but I have no e-TIN. I did not take e-TIN as my income is not taxable," she said.

E-TIN should be made mandatory for large investors, she said.

While the e-TIN is mandatory for savings certificates worth Tk 100,000 and above, DNS officials said cash transaction of up to Tk 100,000 is allowed.

But savers must submit cheques for buying savings tools if the value exceeds Tk 100,000.

The savers will also

require bank accounts, mobile numbers while purchasing savings certificates.

When contacted, officials at the GPO said so far, they have sold only three savings certificates online.

Considering people's interest, the GPO is still selling the schemes both online and offline.

But they said they will eventually switch over the online system.

Currently, people cannot purchase the schemes in favour of their under-aged children due to mandatory e-TINs.

Three-monthly profit bearing and five-year Bangladesh Savings certificate have the provision of investment by under-aged children.

Wishing anonymity, a senior official at the Department of National Savings (DNS) said the sales of savings certificates declined in the outlets where online system has been introduced.

He expressed the hope people will gradually be familiar with the system and will prefer to invest online as it is hassle-free transactions.

Continued to page 7 Col. 3

Savers walk

Continued from page 8 col. 7

He also said a section of savers buy the schemes, especially family savings certificates violating the ceiling.

Following mandatory e-TIN and NID, such malpractices will be stopped.

According to the DNS data, the net sales of savings instruments reached Tk 249.93 billion in the July-December period of the fiscal year, 2018-19.

The fiscal target of net borrowing from savings instruments is Tk 261.97 billion.

The DNS sells four types of savings certificates and the rates of yield are up to 11.76 per cent. It also sells different types of bonds to local and expatriate Bangladeshis.

Currently, around 20 million investors are involved in this segment.

arafat_ara@hotmail.com



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম :
পৃষ্ঠা নং :

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ : 09 FEB 2019

সরকারি কর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরিতে বিলম্ব নয়

অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সরকারি কর্মচারীদের কর্মস্থলের কোনো মেয়াদের হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ায় পেনশন মঞ্জুরিতে বিলম্ব না করতে নির্দেশনা দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে জারি করা এক পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো কোনো পেনশন মঞ্জুরি কর্তৃপক্ষ অধীনস্থ কর্মচারীর কর্মকালীন হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ায় পেনশন মঞ্জুরি অহেতুক বিলম্ব করে থাকে যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। পেনশন মঞ্জুরি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি ২৪২-৫০৫ ও বেসামরিক সরকারি চাকরীদের পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি বিলম্বনে প্রতীয়মান হয় যে, পেনশন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে কর্মচারীর চাকরির কর্মকালীন কোনো মেয়াদে হিসাব অনির্নীক্ষিত থাকলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পেনশন মঞ্জুরি না করা অথবা পেনশন মঞ্জুরিতে বিলম্ব করার কোনো বিধিগত ভিত্তি নেই। এমতাবস্থায় অবসরগামী কর্মচারীর কর্মকালীন কোনো মেয়াদের হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ার কারণে পেনশন মঞ্জুরি না করা অথবা পেনশন মঞ্জুরি বিলম্ব করার মতো অনভিপ্রেত ও বিধিবহির্ভূত প্রবণতা থেকে বিরত থাকার জন্য পেনশন মঞ্জুরকারী সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গেল ডিসেম্বরে মহাহিসাব নিরীক্ষক (সিএন্ডএজি) হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এক পত্রে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলে অর্থ মন্ত্রণালয় এ পরিপত্র জারি করে।